”বেশি-বেশি বই পড়ুন

আলোকিত জীবন গড়ুন”

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

কবিতাগুচ্ছ

জল যেন লেলিহান আগুন

রাত্তিরে আড়িয়াল খাঁ-র গর্জনে হঠাৎ ছিঁড়ে যায় ঘুম
মেঘ ভাঙা শব্দের মতন কূল ভাঙছে
বিদ্যুৎ রেখাঙ্কনের মতন মাটির ফাটলে শোঁ শোঁ করে ঢুকছে বাতাস
বিছানা ছেড়ে জানলার ধারে ছুটে যেতেই মনে পড়ে
আমি তো রয়েছি একটা লম্বা অট্টালিকার টঙে
অনেক নীচে কালো রাস্তা, বন্ধ দোকানগুলোর সামনে
ঘেউ ঘেউ করছে কুকুর
এখানে কোথায় আড়িখাল খাঁ, কোথায় পার ভাঙা
তবু ভাঙছে, মাটি ভাঙছে, এগিয়ে আসছে স্রোত
ছেলেবেলার শ্লোকটা আপন মনে বিড়বিড় করি,
নদী, তুমি নদীতেই থাকো, বাড়িতে এসো না!

মাদারিপুর থেকে নৌকোয় যেতে যেতে দেখতুম আধ-ডোবা
কদমগাছের গুঁড়িতে জড়িয়ে আছে
হলুদ-কালো জলঢোঁড়া সাপ
আমাদের উঠোন থৈ থৈ করছে, ভাসছে কচুরিপানা
ঠাকুমা চিৎকার করছেন, ওরে রান্নাঘর ডুবলো, ডুবলো
হাঁড়ি-পাতিলগুলো ধর
ঈষৎ খয়েরি রঙের সেই ছবিটি একটু একটু করে কাঁপছে
ঠাকুমার মুখখানা মনে পড়ছে না, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি
জলের ঝাপটানি
এখনো আমার বয়েসী কোনো কিশোর দৌড়োচ্ছে
আড়িয়াল খাঁ-র বান থেকে বাঁচবার জন্য?
ডুবে যাচ্ছে অসংখ্য রান্নাঘর, তৈজসপত্রের সঙ্গে ওলটপালট খাচ্ছে
অন্য কার ঠাকুমার শরীর...
নদী, তুমি নদীতেই থাকো, বাড়িতে এসো না!

বিক্রমপুরের সেই পরিচ্ছন্ন সুন্দর গ্রাম, কলাকোপা বান্দরা
তার পাশে ইছামতী নদীটি বড় তীব্র
ভেসে আসছে বড় বড় গাছের ডালপালা আসামের জঙ্গল থেকে
ঘাটলায় বসে জলের সৌন্দর্য দেখি একদিন
পরেরদিনই সেই জল ভয়ংকর হয়ে লাফিয়ে ওঠে

মিলে যায় বুড়িগঙ্গার সঙ্গে শীতলাক্ষা, তার সঙ্গে মেঘনা
পিঁপড়ের বাসা ভেসে যায়, মানুষের শহরও কাঁপে টলমল করে
আকাশ ঢেলে দিচ্ছে দিগদিগন্তের সমস্ত ঝর্না
আঃ বৃষ্টি এত সুন্দর, এমন হিংস্র, এমন সর্বনাশা
মানুষকে তাড়া করছে জল, ঠিক যেন লেলিহান আগুন...
নদী, তুমি নদীতেই থাকো, বাড়িতে এসো না!

জোরহাট থেকে গোলাঘাট হয়ে নওগাঁ-র দিকে মানুষ ছুটছে
জলপাইগুড়ি, মালদা, দিনাজপুরে মানুষ ছুটছে
আত্রাই-পুনর্ভবা-তিস্তার এপারে ওপারে মানুষ ছুটছে
ধলেশ্বরী, ডাকাতিয়া ভৈরব, ভদ্রার ভয়ে মানুষ ছুটছে
ওদিকে কম্পানিগঞ্জ, সোনাগাজি, এদিকে বংশীধারী, দেবীকোট থেকে
মানুষ ছুটছে
ছুকসানারি আর লালমারি হাট একাকার হয়ে গেছে, মানুষ ছুটছে
ধেয়ে আসছে নদী অজগরের মতন নিঃশ্বাস ফেলে
আমি কলকাতার শানবাঁধান রাস্তায় ঘুরছি, সব কিছু ঠিকঠাক,
শুধু রবিবারের চাঁদা আর
খবরের কাগজের ছবি
বার বার মনে আসছে ছেলেবেলার সেই ভয়-কাঁপা ঠোঁটে উচ্চারিত
শ্লোক :
নদী, তুমি নদীতেই থাকো, বাড়িতে এসো না!

ফেরা

মেল ট্রেন থেকে নেমেই চাপলুম গড়বন্দীপুরের জন্য গরুর গাড়িতে
শীত পড়েছে জাঁকিয়ে
আমার গায়ে ঠাকুর্দার ব্যবহার করা শাল
সিগারেট ধরাতেই হঠাৎ মেজাজ খিঁচড়ে গেল, ড্যাম্প লাগা, ঠিক ধোঁয়া
বেরুচ্ছে না
কিন্তু আমার লাইটারটা বিদেশ থেকে এনে দিয়েছে এক বন্ধু
বাচ্চা গাড়োয়ানটি বেশ হিন্দী সিনেমার গান গায়, যদিও তার বাবা
জেল খাটছে অন্যের জমিতে ফসল কাটার দায়ে
এখন দু পাশে তুলোট কাগজের মতন শূন্য মাঠ, ব্যাঙের চামড়ার মতন
শূন্য ডোবা
সাইকেলে ট্রানজিস্টার রেডিও ঝুলিয়ে চলে গেল একজন
উল্টোদিক থেকে হেঁটে আসছে আর একজন, তার দাড়িতে কোনোদিন
ব্লেড-ক্ষুরের ছোঁয়া লাগেনি মনে হয়
বট-চারা ওঠা শিব মন্দিরে রুনু রুনু ঘণ্টা বাজছে, তা ঢেকে দিল
বিমানের মেঘমন্দ্র ধ্বনি
মুদিখানায় ঠোঙ্গা ছিঁড়ে খবরের কাগজ পড়ছেন নিরাপদ মাস্টার
অবিকল আমার বাবার পিসিমা যেন তিরিশ বছর পরে বেঁচে উঠে তুলসী
তলায় দেখাচ্ছেন প্রদীপ
ন্যাংটো একটা বাচ্চা ছেলে ধুলো মেখে খেলা করছে
ওকে দেখে সত্যেন দত্ত কবিতা লিখেছিলেন সত্তর বছর আগে
বৃষ্টির মতন নেমে আসছে অন্ধকার
শুধু জ্বলছে হিমঘরের আলো
ভাঙা সাঁকোটি খচর খচর শব্দে বলছে, এসো, এসো এসো
চতুর্দিকে অজস্র ঝিঁঝির ডাক বলছে, এসো, এসো, এসো
বাজ পড়া শিমুল গাছটি এখনো বাড়িয়ে রয়েছে ভূতের মতন দুটি লম্বা
হাত।
আমি গড়বন্দীপুরে ফিরে আসছি
আমি মহাশূন্য থেকে ভেসে আসছি আবহমান কালের গড়বন্দীপুরে
আমার মাথার পিছনে বৃত্তের মতন ঘুরছে ঠাকুর্দার আমলের জোনাকি
মাসি-পিসিদের দীর্ঘশ্বাসের মতন উড়ছে বাতাস
মোমের আলো মিটমিট করে নিবে যাওয়ার উদ্যমে ব্যস্ত আমি
আসছি, আমি ফিরে আসছি,
আমার হাতে পারমাণবিক টর্চলাইট!

এই আমাদের প্রেম

আমরা কথা বলছি
আর আগুনে ঝলসে যাচ্ছে বিঘা ঘাস ভরা প্রান্তর
চচ্চড় শব্দ হচ্ছে, পুড়ছে মাটির মাংস-চামড়া
আমরা দেখছি না, আমরা শুনছি না
আমরা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি পরস্পরের দিকে
আঙুলের ডগায় বরফের টুকরো, মুঠোর মধ্যে চওালের চাহনি
তিলফুল থেকে বেরিয়ে আসছে শুঁয়ো পোকা
সাদা পায়রাকে ধারালো নোখে চেপে ধরছে গাং চিল
এরই ফাঁকে ফাঁকে উচ্ছ্বসিত আমাদের হাসি.ঠাট্টা
পটপট করে ছেঁড়া হচ্ছে বুকের রোম, কানের মধ্যে জ্বলন্ত দেশলাই
তা ঢেকে দেবার জন্য বন্ বন্ করে ঘোরাচ্ছি আলি আকবর
বড় বড় কুয়ো খোঁড়া হচ্ছে শয়ন ঘরে
আমরা এইবার নাচ শুরু করবো, এতগুলি খড়ের পা
পিতৃত্বের গালে কেউ ঠাস করে মারল একটা চড়
আমরা খোকাকে বললুম, যা নাগরদোলায় দুলগে যা
হিমালয় থেকে খল খল করে ধেয়ে আসছে উৎসন্ন
আমরা তখন সবাই মিলে জ্যোৎস্না রাতে নদী দেখতে যাই
নদীর কিনারায় নারীকে মানায়, একা একা চান্দ্র রমণী
তার পেছনে কালো কালো ভূতগুলোর মাথায় পুলিশের লাঠি
সেই নারীর দুই উরুর মধ্যে সাপ, স্তন দুটিতে কুকুরের দাঁত
তার চোখ চেপে ধরে বলি, তুমি কী সুন্দর, বিমূর্ত, তবু হৃদয়হরণ
এই আমাদের প্রেম।

মধ্য দিনমানে

মধ্য দিনমানে ঈষৎ কম আলো
পুকুরে ঝাঁপ দেয় মাছরাঙা
বাতাস উন্মন, কাজ-ভাঙা!

মাঠের শেষ রেখা নীলের মত কালো
একলা কেউ হাঁটে টোকা মাথায়
পিঁপড়ে ভেসে যায় ঝরা পাতায়

জানলা খোলা আমি কিসের ডাক শুনে
দাঁড়াই শিক ধরে নিষ্পলক
সহসা অশনির এক ঝলক!

দিনের পর দিন দণ্ড-পল গুনে
ভুলের পর ভুল প্রতীক্ষায়
ভেবেছি এ ভাবেই জীবন যায়।

দেশকে কোনো দিন জননী বলিনি তো
মাটির পৃথিবীটা নারীও নয়
ও সব মাঝে মাঝে বিকার হয়।

তবু এ দিবাভাগে বৃষ্টি বর্ণিত
ধুলোর সংসারে এ কী মায়া
চক্ষে লাগে যেন ধূপছায়া।

এই যে ধরণীর এমন চেয়ে থাকা
ইহার মাধুরীর নীরব ডাক
বুকটা কেঁপে ওঠে। রুদ্ধ বাক

সুষমা খুঁটে খুঁটে দুহাত ধরে রাখা
দিয়েছি কতটুকু ইহজীবন
কত যে ঋণী এই শরীর-মন!

কবিরা উদাসীন?

বাতাসে দোল ওঠে। বাতাস নয়
বইয়ের পাতা খোলা, সারা জীবন
কাগজ মুড়ে শোওয়া, কাগজ ঘুম
শব্দ অক্ষরে বিঁদে মেটায়

দেয়ালে প্রজাপতি, এলো কখন?
দেখিনি কতদিন নারীর রূপ
শুধুই রূপ নয়, অভিমানের
ভেতরে বিদ্যুৎ, ছন্দ মিল!

রক্ত গোধূলিতে নদীর তীর
ওপারে ঝাউবন দৃশ্য নয়
শব্দ ভেঙে ভেঙে খেলার ছল
যদি বা নদী আছে, আকাশ নেই।

খেলারও শেষ নেই, সারা জীবন
আঙুলে আগুনের তীব্র আঁচ
বুকের কাছে নেই অন্য মুখ
অথচ উপমার এক ঝলক!

কবিরা উদাসীন, যা ভুলো মন
সত্যি তাই বুঝি, তবে এখন
সাতটি মাত্রায় প্রখর কান
কে দেয় পরমায়ু বিসর্জন?

দ্বীপ

দ্বীপটি জঙ্গলে ভরা, সরু পথ, শুকনো পাতায় দুটি মানুষের পা
কিছু কথোপকথন, কিছু নিস্তব্ধতা, পাখ পাখালির সমস্বরে কিছুটা বাঞ্জনা
দৃশ্যটি বাস্তব থেকে মাঝে মাঝে অলীকের দিকে যেতে চায়
যেমন, নারীটি নেই, পুরুষটি ঝুঁকে পড়ে মাটিতে কী খোঁজে
পুরুষও মিলিয়ে যায়, নারীটি তখন যেন ফুল থেকে ঝরে পড়া শিশিরের মত
আঁচলে কাঁটার টান, ফিরে দেখে পুরুষটি অবিকল গাছ হয়ে আছে
অন্যান্য গাছেরা আজ বৃষ্টিধন্য, স্নান সেরে তরল রোদ্দুর খাচ্ছে গেলাসে গেলাসে
এখানে ফুলের কোনো নাম নেই, রমণীটি বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে রেণু
পুরুষ-ওষ্ঠের ধোঁয়া পতঙ্গেরা ভুরু কুঁচকে পছন্দ করে না
এখানে কী জন্য আজ এসেছে এই দু'জন, ভ্রমণে না কুটির বাঁধার সাধ নিয়ে?
বস্তুত এ দ্বীপ কার? দুনিয়ার কোনো দ্বীপ অ-মালিক শূন্য পড়ে আছে;
দূরে কাছে সমুদ্রের শব্দ নেই, নদী আছে, ক্ষীণতনু, স্বচ্ছ জলে ছায়া দেখা যায়
একটি, না দুটি দ্বীপ? পুরুষটি হাত রাখে হাস্যমুখী সঙ্গিনীর কাঁধে
নারীটি ঘুরে দাঁড়াল, শরীর দেখালে খুলে, চক্ষুদুটি জলে ভরা, স্তব্ধতা বাঙ্ময়
সহসা অদৃশ্য হল দু'জনেই। অথবা শরীর নেই, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে
নারীটি কাতর স্বরে বলে উঠলো। খেয়া নৌকো নেই, কিন্তু সেতুও থাকবে না!
ফেরার ব্যস্ততা নয়, এ এক জীবনব্যাপী ব্যাকুলতা, বারবার সেতু গড়তে হয়।

একটি গ্রাম্য দৃশ্য

মাটির দাওয়ায় খুদে মাস্টার ক্লাস সিক্সের গুটুলি
হাতে বেত নেই, তর্জনি তোলা, নাকের ডগায় চশমা
খেলনা চশমা, চশমা ছাড়া কি মাস্টার সাজা মানায়?
মেঘ ভাঙা চাঁদ, পোষা বেড়ালটা এই দৃশ্যটা দেখছে।

ছাত্রী মাত্র একটিই, তার মন নেই পড়াশুনোয়
ছটফটে ভাব, পালাবার তাল, বড় চঞ্চল চাহনি
চুল বাঁধা নেই, শাড়ির আঁচল ঘাম মুছে মুছে ময়লা
কাতর গলায় জানালো, 'গুটুলি, এবার আমায় ছেড়ে দে?'

গুটুলি চক্ষু পাকিয়ে বললো, 'হাতের লেখাটা দেখাও
যা পড়া দিয়েছি শেষ না করলে কোথ্থাও যেতে পাবে না
ভারি ফাঁকিবাজ, এখনো নিজের নামের বানান শেখোনি
দীর্ঘ ঈ-কার লিখতে দু'বার চকখড়িখানা ভাঙলে!'

'মেঘ ডাকছে রে, ভিজে যাবে সব, খোলা আছে বুঝি জানলা!'
'এখনো বৃষ্টি আসেনি আগেই ওঠার জন্য ব্যস্ত?'
'রান্না-বান্না কিচ্ছু হয়নি, রাত্তিরে তোরা খাবি কী?'
'সে সব জানি না, পড়ার সময় শুনবো না কোনো বায়না।'

কড়া মাস্টার গুটুলি কিছুতে ছাত্রীকে ছুটি দেবে না
মাতৃভাষাটা মাকে শেখাবেই ক্লাস সিক্সের ছেলেটা!

ওজন-পাল্লা

আমার বন্ধুকে কেড়ে নিল এক নারী
ওজন-পাল্লায় তারা দু-জনেই, কিছুতেই সমতা আসে না
বাটখারা ক্ষয়াটে, কিংবা একদিকের দড়ি কিছু বেঁটে?
আমি মাঝে-মাঝে দেখি, যে-পাহাড়ে উঠেছি দু-জনে
একসঙ্গে, সে-পাহাড়ে বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টির কুয়াশা
বন্ধুটির দেওয়া বেল্ট আমার কোমরে আঁট হয়
কলমটা ফেলে গেছে, তার কালি ফুরোবার বড়ই ব্যস্ততা
মদের গেলাস ছুঁয়ে একা রাত্রে বলি, হারামজাদা
চলন্ত ট্রেনের দরজা, সেই ঝাঁপ-মারা মনে নেই?
আমার বন্ধুকে কেড়ে নিল এক নারী
অথবা সে-নারীকেই নিয়ে গেল ঘনিষ্ঠ বন্ধুটি?
ওজন-পাল্লাটা তুলি, খালি দোলে, দুলতে থাকে, দোলে
দুঃখ নাকি রাগ? কিংবা ব্যর্থতা না বঞ্চনার বোধ?
সে-নারীর স্তনবৃন্তে আমার জিভের আঠা মুছে গেছে বুঝি?
দিগন্ত-আচ্ছন্ন-করা উরু, তার মধ্যে ভাটফুল
আঙুল নাকের কাছে আনি, গন্ধ পাই, মৃদু কান্না শোনা যায়
আমি কি বিরহী, নাকি হেরে-যাওয়া নিঃসঙ্গ জুয়াড়ি?
বন্ধু না নারীটি, কে যে কাকে নিল, হাত ধরে দূরে চলে গেল
দুঃখের ভেতরে রাগ, বঞ্চনা-বোধের মধ্যে পরিত্রাণ, সব জড়াজড়ি
এখনও আমার ঠোঁটে লেগে আছে নারীটির চুম্বনের থুতু
বন্ধুর মাথার মধ্যে ঢুকে আছে আমাদের শব্দার্থের মোহ
পাহাড়ে বৃষ্টির শব্দ, গভীর জঙ্গলে পথ-হারাবার খেলা
ওজন-পাল্লাটি তবু উঁচু-নিচু, দুলতে থাকে, দোলে!

নতুন লেখা

নতুন কী লিখছেন, সুনীলবাবু? আপাতত কিছু না
কেউ বিশ্বাস করে না
যদি বলি, একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করছি
সবাই অন্যমনস্ক হয়ে যায়, হঠাৎ বলতে শুরু করে
আজ রাস্তায় ট্রাফিকের বড় গোলমাল
নতুন লেখা মানেই লম্বা-লম্বা উপন্যাস
সে-রকম কয়েকখানা লিখে অন্যায় করে ফেলেছি?
এখন রাত পৌনে-একটা, আজ আকাশ অদৃশ্য
কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত সরস্বতী-বিসর্জনের সুর হই-হল্লা ছিল
এ-বারে একটিও সরস্বতীমূর্তির সামনে দাঁড়াইনি
এখন দূরে-দূরে কিছু আলো, শান্তভাবে ঘুমন্ত
দিনের বেলা পিকনিকে যথেষ্ট খানাপিনা ছিল, রাত্তিরে আবার
কেন খুঁজছি খাতা? স্বাতী খুব নরম, মৃদু অনুযোগ করেই
চলে গেল বিছানায়, তারপর শুতে চলে গেল
হ্যাঁ, সত্যি আমি বেশি-বেশি পান করছি, বেশি-বেশি সিগারেট
কেন? কেন?
কোনও ব্যর্থতাবোধ থাকার কথা নয়, বেশ তো চমৎকার জীবন
তবু এই রাত্তিরে চুপ করে বসে থাকি, বিছানা ডাকে, যাই না
নিদ্রাকেও স্তব্ধ করে রাখি, স্তব্ধতাকে আদর করি
না, কোনও অনুতাপ নেই, আঙুলে কোনও পাপ নেই
কলম সরিয়ে রেখে চেয়ে থাকি সাদা পৃষ্ঠার দিকে
যা-যা লিখতে পারিনি, তাদের স্পষ্ট দেখতে পাই
এক-এক লেখা, তার পরেও সংখ্যাহীন না-লেখা
তারা হাসে, হাত ধরে নাচে, চোখ টিপে সরে যায়
যেন একটা মঞ্চ, এই খালি, এই ভর্তি, উইংসের একপাশে ওরা
অন্যপাশে উঁকি দেয় কে? চেনা-চেনা লাগে, চিনতে পারি না
আরও আড়ালে চলছে পাশাখেলা, একজন চোখ-ভেজা রমণী
আর তার বিপরীত দিকে ... এই, এই, ভুল চাল দিয়ো না!

সমুদ্রের এপারে ওপারে

আকাশে এত নান্দনিক আলো, আজ কি চাঁদের জন্মদিন?
দরজা খোলো
জানলা খোলো
দু'হাত তুলে দিক্-বধূদের ডাকো
ওদেরও ভেঙে বান এসেছে,
চন্দনের গন্ধময় বাতাস
সব কলরব থামিয়ে দিল কোন্ মন্ত্র, কোন্ মায়াবী স্বর
ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনি, ভাঙিল না কলিকাতার শোক।

সমুদ্রের এপারে আর ওপারে আজ
হাত বাড়ানো সেতু
হাসতে হাসতে ঘরে ফিরছে দুই বন্ধু, পরমাণু ও মানুষ
বসন্তের বার্তা এলো :
বসুন্ধরা মুক্ত রক্ত লেখা
একলা তুই বসে আছিস এখনও মুখ ঝুলকালিতে মাখা?
বিষাদ-ক্রোধ-হতাশা ওরে সব নিষিদ্ধ
লজ্জা নেই তোর?

আকাশে এত নান্দনিক আলো, আজ কি চাঁদের জন্মদিন?

ওরা

ওরা একটা বোমা বানাচ্ছে, যাতে সব মৌমাছিরা শেষ হয়ে যাবে
মৌমাছিরা সঙ্গে ভোমরা, ফড়িং টিড়িং-এর মতন পোকা মাকড়
আর কোনো ক্ষতি হবে না
বাঁচা যাবে। মৌমাছিরা আর হুল ফোটাতে পারবে না মানুষকে
মানুষকেও আর চুরি করতে হবে না পরের ঘরের মধু
হ্যাঁ, মধু আর পাওয়া যাবে না অবশ্য, তাতে আর এমন কী
'মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' কথা আছে না?
মধুর অভাবে গুড়, কিংবা চিনি, চিনি তো থাকছেই
মানুষের ঠোঁটে ও জিভে মিষ্টির কোনো অভাব হচ্ছে না
শুধু ফুলগুলো ঠায় বসে থাকবে প্রতীক্ষায়
প্রেমিকের প্রতীক্ষায়
প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় বেলা যাবে, সে আর আসবে না গুনগুনিয়ে
এক সময় তারা নেতিয়ে পড়বে
প্রেম না পেলে ফুল বাঁচে না, ওরা তো আর মানুষের মতন নয়
চারদিকে তাকিয়ে দেখো, সারা পৃথিবীতে আর একটাও ফুল নেই
'ফুল ফুটুক না ফুটুক তবু বসন্ত' আসবেই নিশ্চিত
ফুল টুল নিয়ে অনেক কবিত্ব হয়েছে, আর অত আদিখ্যেতার দরকার কী
আগামী শতকে ফুল ছাড়াই দিব্যি চলে যাবে
তবু যদি মন কেমন করে, ঠিক আছে, কাগজের ফুল অনেকবেশি বাহারী
আম-কাঁঠাল-তরমুজের মতন বড় বড় ফলগুলো নাকি ছোট্ট ছোট্ট ফুল থেকে হয়?
ফুল তবে শুধু টেবিল সাজাবার জন্য নয়, কোমল হাতের জন্য নয়
ফুল নেই, তাই ফল নেই, কাগজের ফুল থেকে ফল ফলাতে পারবে বিজ্ঞান?
মা ফলেষু কদাচন
অত ফলের জন্য লোভ করতে শাস্ত্রেও বারণ করেছে
ফল বাদ যাক, আজকাল বিধবারাও তেমন ফল খেতে চায় না
আম-কাঁঠালে নীল মাছি আসে, কলার খোসায় পা হড়কায়
এসব আপদ থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে
ধান-গম-যবের দানা, এগুলোও আসলে ফল, আগে খেয়াল হয়নি

তাহলে তো একটু মুশকিল
ফুল না ফুটলে ফসলের খেতগুলোও খাঁ খাঁ করবে
দুনিয়ার সব ভাঁড়ার ফুরোলে টান পড়বে না ভাত-রুটিতে
রুটি নেই তো কী হয়েছে, কেক খাও, কেক খাও, বলেছিলেন না কে রাণী?
নাঃ, সে আপ্তবাক্যে বিশেষ সুবিধে হয়নি
ভাতের বদলে কি প্রাথমিক শিক্ষায় পেট ভরবে, বলে দিন না অমর্ত্য সেন স্যার
কিংবা ভাতের বদলে ধর্ম চুষে চুষে খাবো?
অন্ন চিন্তা চমৎকারা কা তবে কবিতা কথা!
খালি পেটে কবিতা হবে না, সেমিনারে বক্তৃতা দেওয়াও যাবে না
সামান্য চাষাভুষোদের এতখানি কর্তৃত্ব মানুষের শিল্প-সংস্কৃতির ওপর?
নাঃ, মুশকিলটা যাচ্ছে না, উল্টো দিকে ফেরো, উল্টো দিকে ফেরো
ঘুরে দাঁড়াও, আগে ধরে আনো যত নষ্টের গোড়া ঐ মৌমাছিটাকে
কিন্তু এখন আর তা কী করে হবে, দেরি হয়ে গেছে, দেরি হয়ে গেছে অনেক
ওরা যে আগেই বুকের মধ্যে সোনার কৌটোয় রাখা মৌমাছিটাকে খুন করে ফেলেছে।

দেখা

আজ আর ঘুম এল না, জেগে-জেগে দেখলাম ঘুমকে
এরকম হয়
মানস নদীর ধারে মাথায় চাঁদ-জাগা সেই এক রাতে
আর কিছুই দেখিনি, রাত্রিকেই দেখেছি
জীবনে দু-একবারই মাত্র এরকম দেখা হয় চকিতে
তেইশ বছরের সেই যে বুক-ফাটা, চোখ-ভেজা
দুঃখ পাওয়া

যা নিয়ে লিখেছি বেশি-কিছু কবিতা
আজ বুঝতে পারি তার অনেকটাই ছিল ভুল
মেয়েটি নয়, সেই প্রথম স্বয়ং দুঃখকে দেখেছি স্বচক্ষে
বরাইবুরুর জঙ্গলে একটা ঝর্নার ধারে-কাছে কেউ ছিল না
ঝর্নাটি নিজেই সেখানে স্নান করছিল আপনমনে
যেমন একটা বই মাঝে-মাঝে পাতা উল্টে নিজেকেই পড়ে
একটা থেমে-থাকা গান নিজেকেই গানটা শোনায় কখনও
আগুন এক-এক সময় মুগ্ধ হয়ে দেখে আগুনেরই রূপ
আজও দেখতে পেলাম না দূর থেকে ভালবাসাকে
সমস্ত শরীর ছাপিয়ে তার এক পাশে নিঃশরীর দাঁড়িয়ে থাকা—

দেখা না দেখা

দেখা হবে কি হবে না ভেবে ভেবে কেটে গেল কতটা জীবন
শিউলি ফোটার দিন, কাশফুল ঝরে যাবে দেখা হয়, সেও দেখা নয়
দেখা না হলেও দেখি, বন্ধ জানালার কাচে যে রকম স্থির প্রজাপতি
খুব গাঢ় ঘুমে দেখি, জেগে থেকে এ জগৎ যেন নিতান্তই স্বপ্নহীন
বিদ্যুৎ চমকে দেখি, বিদ্যুৎ দেখি না, শুধু দু চোখের ঘুম ভাঙে বুঝি
এমনকি ঈশ্বরও যদি দেখা দিতে চান বলি, সে কোথায়?
সে কোথায়? সে কোথায়? কে সে? সে কি এক জীবনের শোকে বিভা?
আমি হাসি, কত শত বঞ্চিত মানুষও হাসে, নিজের ব্যর্থতা নিয়ে হাসে
খিদে নিয়ে হাসে, কিংবা প্রেমের ব্যর্থতা নিয়ে, চোখে ভরা জল নিয়ে হাসে
না নিছক নারী নয়, কিংবা নারী, কিংবা আরও কিছু চোখ
খোলা তবু কিছুই দেখি না
চোখে মোহের অঞ্জন ভোরবেলা, চোখে সন্ধ্যাকালে জয়ের উন্মাদ
কে বলেছে এই আমি দেখিনি, চিনিনি সব, চতুর্দিকে দেখার সাম্রাজ্য
অথচ মেঘের ছায়া, ঘাস ফুল চোখ চেপে, এত দেখা বাকি
যা দেখেছি, তার কিছুই দেখিনি, সমস্ত দেখার মধ্যে হা-হা
করে বিরাট শূন্যতা!

অলীক জন্মকাহিনী

যে নদীতে সাঁতার শিখেছিলাম
সেই নদীটিই আর নেই
মাঝে মাঝে নিজের গায়ে হাত বুলিয়ে ভাবি
সত্যিই কি একদিন সেই জলে ডুবেছি আর ভেসেছি?

ঝিরিঝিরি করে ঝরে পড়তো জামরুল ফুল
বাড়ির ঠিক সামনেই পরমাত্মীয়ের মতন বাদমেলা সেই গাছ
একটা ল্যাজকোলা খয়েরি পাখি এসে বসতো প্রায়ই
কী জানি কী নাম, লোকে বলতো ইষ্টকুটুম
তেমন পাখি আর দেখিনা কখনো
জামরুল গাছটা স্বপ্নের মতন ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে
ফুটপাথে জামরুল বিক্রি হয়, ছুঁইনা কোনো দিন.....

সন্ধেবেলা পুকুরে ডুব দিয়ে ভিজে গায়ে হেঁটে আসতো
অন্য পাড়ার বিত্তি মাসি
আমার জীবনে সেই প্রথম দেখা নারী
সিংহিনীর মতন কোমরের খাঁজ, কচি বাতাবির মতন
ঘন স্তন
তানপুরার মতন নিতম্বের দোলানিতে মুহূর্তে মুহূর্তে
তাকে মনে হতো স্বর্গের দেবী
সেই দেবীই দূর থেকে জাগিয়েছিল এক বালকের
যৌন তেজ
গায়ে আগুন লাগিয়ে বিত্তি মাসি একদিন হারিয়ে গেল হঠাৎ
সেই আগুন আমাকে আজও পোড়ায়!

এক পাশে রান্নাঘর, অন্য পাশে ধরা ঠাকুমার ঘর
আঁতুড় ঘর তৈরি হতো মাঝখানের উঠোনে
বৃষ্টি, কী বৃষ্টি, এক বিদ্যুৎ চমকানো ভোরে
মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে দেখেছিলাম
গ্রাম বাংলার প্রথম নীল আলো
একটু দূরে বড় ঘরটার দাওয়ায় হুঁকো হাতে

বসেছিলেন ঠাকুর্দা
ট্যা ট্যা কান্না শুনে অট্টহাস্য করে উঠেছিলেন....
এই সব গল্প শোনানোর মানুষগুলি আর নেই
কোথায় সেই বাড়ি ? অলীক হয়ে মিলিয়ে গেছে
সেই রান্নাঘর, সেই উঠোন, সেই দাওয়া, কিছুই নেই
বাস্তুভিটের ওপর দিয়ে এখন চালানো হয় লাঙল
লকলক করে সেখানে সবুজ ধানের শিস
জন্মস্থানটাই বিলীন, এক এক সময় মনে হয়, সত্যিই কি
আমি কখনো জন্মেছিলাম?

আমাদের কৈশোরের

সাতটা পঁচিশে তুমি নেমে এলে স্তব্ধতার সিঁড়ি ভেঙে, ওই দেশে
বৃষ্টি হয়েছিল?

এবারে অনেকদিন পরে এলে নীরা
কী এমন পিছুটান, ওষ্ঠে কেন ক্ষীণ অভিমান
স্বর্গে কোনো খেদ ছিল, ওখানেও হৃদয়ে লাগে দাহ?

নীরা, এসো, কম্পানি বাগানে গিয়ে কিছুক্ষণ বসি
চিনে বাদামের সঙ্গে আঙুলের ছোঁওয়াছুঁয়ি, এক ঝলক সুখ
কত গল্প বিনিময় বাকি আছে, কত নীরবতা
শুকিয়ে গিয়েছে ঘাস, এ বছর খরা হলো খুব
বারুদের কারখানায় যারা হোলি খেলতে গেল
বাতাসে তাদের দীর্ঘশ্বাস
তোমার খোঁপায় কোনো ফুল নেই, স্বর্গে বুঝি ফোটে নি মন্দার?

বলো বলো, ও দেশের কথা বলো, প্রিয় নদীগুলি, হিরন্ময়
অরণ্যেরা রয়েছে তো ভালো?

বহতার দূতী তুমি, কী এনেছো এবার দু'হাতে
দিগন্তের বর্ণময়ী, চোখে কেন অশ্রুর কুয়াশা?
তবে দ্যাখো এই পাজা, এক মুহূর্তের জাদু,
আমাদের কৈশোরের লক্ষ্মীকান্তপুর!

উপমা ও উপমেয়

খুব ইচ্ছে করে আমি এই বাংলার রূপ
মাঝে মাঝে মুগ্ধতার উপমায় লিখি
উপমা নির্মাণে কত ছলাকলা, কেমন সহজ
আহা অন্যরা জানে না
প্রকৃতিই প্রকৃতির উপমেয়, রংগুলি শব্দ মেখে
লেগে থাকে দিগন্তের এপারে ওপারে
তবু মালদার এক ভাঙন উন্মুখ গ্রামে শঙ্খ চিল ঘুরে ঘুরে
আমাকে যে উড়ালের আল্‌পনা দেখায়
তার কোনো চিত্রকল্প ভাবার আগেই কেন
জীবনানন্দের প্রতি খুব রাগ হয়
চিল-কাব্য, নদী কাব্য লিখে লিখে পরবর্তী প্রজন্মের
মাথাটি খেয়েছেন
ঐ যে মানুষগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে বাঁধে,
আঁকা বাঁকা ভঙ্গিমায়
ওদের কি উপমার অপমানে কবিত্ব ফলাতে পারে কেউ?
প্লাবনে দরজা ভাঙে, কবিতা ভাসে না বটে, কারা সব কাঁদে?
আরো দূরে, রূপ নেই, রস নেই, গন্ধ নেই, এ কোন্ জীবন?
হাত থেকে খসে পড়ে কলম, কাগজ, স্বপ্ন দেখি কৈশোরের
সেই কৈশোরের এক হাতে তরবারি, অন্য হাতে ধরা
শান্তি পারাবত!

হাত

ধরা যাক, আজ থেকে আমি আমার বাবার নাম দিলুম
নিরাপদ হালদার

মাঝারি উচ্চতা, সারা দেহে ঘামাচি রঙের ঘাম মাখা সেই মানুষটি
রানাঘাটের এক ভাতের হোটেলের ম্যানেজার
তা হলে আমি কি মফঃস্বলের ক্লাস এইটে পড়া রাধারমন?
আমাকে ফর্সা ছেলেরা চাঁটি মারে যখন তখন!

ধরা যাক আমার মা চৌধুরী বাড়ির ঠিকে ঝি,
গালে মেছেতার দাগ।
একটু মুখ খারাপ করা স্বভাব
তা হলে আমি কি সন্ধের দিকে দেশবন্ধু পার্কের ছিনতাই বাজ?
আমার ভাই হিন্দমোটরে ট্রেন আটকাতে গিয়ে গুলি খেয়েছে
আমি নিজেও ফিসপ্লেট বিষয়ে শিখে নিয়েছি অনেক কিছু
আমার বোন পোড়া কয়লা কুড়োয় রামরাজাতলায়
কোন কোন দিন ট্রেন আসে না, কয়লাও পোড়ে না!

একটা প্রকাণ্ড শামিয়ানার নিচে আমাদের জন্য রান্না হচ্ছে খিচুড়ি
চারিদিকে ম ম গন্ধ, আমরা যেন শিকারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত
কে যেন তুলে দেখালো একটা খাসির রাং
অনেকেই প্রবল উরু চাপড়ে বললো, বাঃ বাঃ বাঃ
আমি অবশ্য জানি না কে আমার বাবা কিংবা প্রকৃত মা
কিন্তু কারুর সঙ্গে হাতে হাত মেলাই নি
হাত দুটো পরিষ্কার তৈরি রাখতে হবে তো
বলা যায় না, কোনো একদিন সত্যিই যদি কিছু একটা ঘটে যায়
যেদিন সবাই আমাকে এসো এসো বলে খুব ভালোবেসে ডাকবে....

আরও গভীরে

ছেঁড়া ছেঁড়া অন্ধকার নিয়ে খেলা করতে করতে
একদিন ভালো মতন অন্ধকার এসে বললো,
এসো, এবার জমিয়ে খেলা হোক!

তারপর শুরু হলো চিঠি ছেঁড়ার মহোৎসব
শূন্য বাক্স-প্যাঁটরায় ফুঁ দিয়ে যে কত ধুলো উড়লো
আঃ, এমন নিরাভরণ হইনি কখনো, নদীর মতন
নদীর গভীরে, আরও গভীরে

একা হীরকোজ্জ্বল জীবন যেন মৎস্যকন্যা হয়ে
হাতছানি দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে .....

দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধি

বৃষ্টি থেমেছে, গাছগুলি ধরে ঝাঁকালে
আবার বৃষ্টি পাবে
এই ফোঁটাগুলি সোনালি বয়েস মাখা
ঢাকা থাকে কিংখাবে।

একটা রাস্তা বনের মধ্যে ঢুকেছে
নিজেই জানে না দিক
এদিকে ঘুরছে, ওদিকে ঘুরছে ভ্রান্ত
ঢেকে দিল বল্মীক।

কিছু কিছু গাছ আমাদের মন-গড়া,
অমূল তরুর মত
চারপাশ ঘিরে জেগে ওঠে বনভূমি
গোপন ব্যক্তিগত।

সেরকমই ঠিক স্বপ্নে গিয়েছে পাওয়া
নিজস্ব এক নারী
স্বপ্ন-জগতে পুতুল খেলার ঝোঁকে
বাঁধা হলো ঘর বাড়ি।

এ খেলায় গেছে কত না ঝড়-বাদল
মনে নেই লাভ ক্ষতি
যার নাম প্রেম সে কি শুধু দু'জনের
আলাদা আত্মরতি ?

ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নেভালেই বোঝা যায়
কোন্ সুখে আছি বন্দী
তার মধ্যেই একবার ভূমিকম্প
দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধি।

খেলার সঙ্গী

ধোঁয়া লাঞ্ছিত শহরে বাতাস, তবু আচমকা চাঁপার গন্ধ
এদিক ওদিক তাকাই, ফুলের কোনো দিশা নেই,
কোনো রূপ নেই
চেনা মানুষের অচেনা কাহিনী, চেনা রাস্তায় দিক বিভ্রম
ভ্রম নিয়ে বাঁচি,
ভ্রম নিয়ে খেলি,
ভ্রম নিয়ে কাটে সকাল সন্ধে।

এবং মধ্য রাত্রেও খেলা, জীবনধারণ অমৃত পাত্রে
তারা জগতের একটি বিন্দু,
এই পৃথিবীর পরিসীমা নেই
আর কেউ নেই, বিছানায় পাশে নারীটিও নেই
সবই অদৃশ্য
চেতনা বিশ্বে এক মুহূর্ত, একটি হাসির শব্দ মাত্র।

ঘুমের মধ্যে অন্য মানুষ, ভ্রমণে ব্যস্ত প্রতিটি অঙ্গ
ঘুমে ছায়া নেই, ঘুমে রং নেই,
স্বপ্নের ঘুমে ফুঁপিয়ে কান্না
বহুকাল মৃত পিতার সঙ্গে সংলাপ চলে
না বলা কথায়
চোখের পলকে যায় যৌবন, কারা ছিল সব
খেলার সঙ্গী?

কবি

কবিকে দেখলে মনে হয় যেন সন্তর্পণ একটা শালিক
অথচ তার হৃদয়টা শাঁ শাঁ উড্ডীন বাজপাখির মতন
কী মুস্কিল!
কবিকে হঠাৎ তুলে ফেলে দেওয়া হোক অগাধ সমুদ্রে
সে কিন্তু তখনও চিৎ হয়ে ভাসবে ছেলেবেলার ছোট্ট নদীতে
সাঁতার কাটবে স্বপ্নে।
কবিকে খাতির করে নিয়ে যাও না পাঁচ তারা হোটেলে
গেলাসটা ধরেছে দেখো, যেন চুমুক দিচ্ছে ভাঁড়ের চায়ে
নিজেই হাসছে মনে মনে।
কবি হাঁটছে মিছিলে, অথচ সে কী দারুণ একাচোরা
বিয়ে বাড়িতে সবার সঙ্গে গল্প করছে হেসে হেসে, আসলে সে
কিছুই বলছে না।
অন্ধকারের মধ্যে একটা একরত্তি স্ফুলিঙ্গ তাকে শাসন করে
বাঁ দিকে তাকিয়ে থাকে, দেখে ডান দিকে, ঠিক যেন লক্ষীট্যারা
বেশি দেখে দেয়াল!
রাস্তাটা তার আয়না, সেইজন্যই সে নিজেকে দেখতে পায় না
আঙুল ডুবিয়ে রাখে জলে, সে জল কিন্তু অসমতল
তেষ্টায় বুক ফাটে।
বাসের জানলার নারীকে সে বসিয়ে দেয় নির্জন ঝর্ণার ধারে
মুহুর্মুহু ভাঙছে গড়ছে স্বর্গ, যেন পৃষ্ঠা উল্টে যাওয়া
নরকও বেশ চেনে।
গলির মধ্যে পাহাড় চূড়ো, তাকে ঘিরে রেখেছে গোলোকধাঁধা
সেই খানে তার বাড়ি, সর্বক্ষণ গোলমালে কান ঝালাপালা
তার মধ্যে সে অদৃশ্য!
কবি যে কতবার হোঁচট খায় তার গোনা গাঁথা নেই
ভুলে ভর্তি জীবন, সে এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধ
দেবতারাও তাকে ভয় পায়।
তার চুপ করে থাকার মধ্যে দারুণ ব্যস্ততা, যখন মনে হয়
তন্ময় হয়ে সে লিখছে, আসলে সে তখন ঘুমোচ্ছে
ওকে ক্ষমা করে দাও!

একটি বিন্দু হীরক দ্যুতি

একটি বিন্দু হীরক দ্যুতি দুলছে অন্ধকারে
এখনো ঠিক সময় হয়নি, ট্রেন ধরবার তাড়া
কিছু না কিছু ভুলোমনায় কাটবে অনেক বেলা
এখানে যাই ওখানে যাই মুখ ফেরানো মানুষ
একটি বিন্দু হীরক দ্যুতি দুলছে অন্ধকারে।

আমার হাজার কাজের মধ্যে জমছে মন খারাপ
ভুল সকাল, ভুল দুপুর, মিথ্যে একটা দিন
বকুল গাছের নীচে আমার যাবার কথা ছিল
উঠেছে ঝড়, ঝরেছে ফুল, সেখানে কেউ নেই
নদীর জলে পা ডুবিয়ে ধুয়েছি ভালোবাসা

শহর ভরা এত জোয়ার, জলের মধ্যে লিপড়ে
ঘর বানাবার সভ্যতা এক লিখেছে ইতিহাসে
চক্ষু পোড়ে, কপাল ভাঙে, মাথায় বিষ জ্বালা
স্বপ্ন ছিঁড়ে উনুনে দেয় আদম-ইভের মা
আকাশ নেই, বাতাস নেই, রাত্রি ভরা আগুন।

আমায় ভয় দেখায় একটা ইহলোকের প্রেত
শরীরে তার সার্থকতা, গীতার নিষ্কাম
মুখ ফেরাই, পালাতে চাই অন্য দিক সীমায়
যেখানে কিছু পাবার নেই, শুধু দেখার সুখ
একটি বিন্দু হীরক দ্যুতি, আছে কোথাও, আছে...

ভালোবাসার ভিখিরিগুলো

ভালোবাসার ভিখিরিগুলো কবিতা লেখে নিরালায়
যেমন অন্ধ ছড় টেনে যায় ভাঙা মাটির বেহালায়
দুনিয়া-জোড়া রক্তচোখ, দুনিয়া-জোড়া খাই-খাই
দুনিয়া-জোড়া ছুরি ও কাঁচি, দুনিয়া-জোড়া ভাই-ভাই
যে-পাখি ছিল বসন্তের এখন তার পাখনায়
লাগে না আর মলয়ানীল, বিষের ধোঁয়া পাক খায়
যেখানে ছিল ছেলেবেলার মালতী, যূথী, রঙ্গন
সেখানে বেড়া কাঁটাতারের, যুযুধানের অঙ্গন
ভালোবাসার কথা কে বলে? যে শোনে তার হাসি পায়
যেন নোংরা রুমাল একটা পথের পাশে ফেলে যায়
নারীর পাশে পুরুষটি কে? কত কথার ফুলঝুরি
প্রেমবিহীন প্রেমের দৃশ্য, যে যার করে মন চুরি
কিংবা মন, কেন-বা মন, মনেরই বা কী দরকার
শরীর ঘিরে গণতন্ত্র, শরীরবাদী সরকার!

কবির দল ভিখিরি আর কাঙাল, ওরা দিনরাত
ভালোবাসার জন্য শুধু বাড়িয়ে রাখে দুই হাত
ধুলোর মধ্যে গড়াগড়ি, বৃষ্টি ভেজে অকারণ
কৃপা চায় যার ঠোঁট বেঁকিয়ে সে বলে যায়, আ মরণ!
পাবে না কিছু জেনেও বুক উজাড় করে চায় দিতে
নেবেই বা কে, সব শুনশান, কেউ নেই তার চার ভিতে
তবু এমনই জেদীর দল, এমনই ওদের ভুল আশা
ধ্বংস হয় হোক পৃথিবী, বাঁচিয়ে রাখরে ভালোবাসা!

দীর্ঘ কবিতা

হায়, ধর্ম!

শনিবার, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯২
মাঠে মাঠে রবিশস্য বোনার কাজ চলছে সারাদিন
নামলো সন্ধ্যা
পাতলা অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়েছে দূরের পাহাড়
পাখিরা ফিরছে, বাতাস বইছে বিপরীত দিকে
এখন ঘরে ফেরার সময়
যাদের ঘর নেই তারাও ফেরে
ওদের ক্লান্ত পা, গলায় গুনগুনে স্বর, মাথায় জড়ানো গামছা
পাম্প হাউজে এসে টিউবওয়েলের জলে ধুয়ে নিল হাত মুখ
আঃ কী নির্মল, ঠাণ্ডা জল, ধরিত্রীর স্নেহ
জুড়িয়ে দেয় শরীর
একটা বিড়ির সুখটান, তারপর উনুন ধরাবার পালা
কয়েকজন রুটি পাকাবে, দু-একজন রাঁধবে অড়হড় ডাল,
ভেণ্ডির সবজি
আর একজন না-সাধা গলায় গাইবে গান :
"হোইহি সোই জো রাম রচি রাখা
কো করি তর্ক বঢ়াবৈ সাখা...."
যে গায় এবং যারা শোনে, তাদের এক ঝলক মনে পড়ে
সুদূর পূর্ণিয়া জেলার গ্রামের বাড়ি, ঘরওয়ালী ও
বাল-বাচ্চার মুখ

ওরা এখন পঞ্জাবের ভাড়াটে চাষী
অন্যের জমিতে এক মৌসুমের ঠিকা
দিনভর সূর্য পোড়ায় মাথা, নিঙড়ে নেয় মজ্জা
সন্ধেবেলা পেটের মধ্যেই জ্বলে উনুন, চোখ দিয়ে খাওয়া
ডাল-রুটি

তারপর খোলা আকাশের নিচে খাটিয়ায় চিৎপটাং
বিড়িতে টান দিতে দিতে ঘুমোবার আগেই দেখা দু-একটা স্বপ্ন
জীবন এর চেয়ে বেশি কিছু দাবি করেনি...
রুটি সেঁকা হয়ে গেছে, ফুটন্ত ডালে যেই দেওয়া হলো লঙ্কা
ফোড়ন

তখনই এলো দুই আগন্তুক, হাতে সাব মেশিনগান
ছদ্মবেশ ধরার কোনো চেষ্টাই নেই, চোখে নেই দ্বিধা

কেউ কারুকে চেনে না, এদের পূর্বপুরুষদের মধ্যেও শত্রুতা
ছিল না
সেই দুই কাল্পনিক দেশপ্রেমিক ছেলেখেলার মতন চালিয়ে দিল
গুলি
উল্টে গেল ডালের গামলা, ছড়িয়ে গেল বাসনা-নিশ্বাস লাগা
রুটি রাশি
জানলোই না কেন তারা মরছে, বুঝলোই না মৃত্যুর রূপ কেমন
পঁচিশজন সেখানেই শেষ, বাকিদের ছিন্নভিন্ন হাত-পা
এবার ছুটে আসবে শকুন-শেয়ালের পাল....

দুই আততায়ী অস্ত্রের নলে ফুঁ দিয়ে ধীর পায়ে উঠে গেল
জীপে

গ্রামের পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা
কোনো বাড়িতে শ্বেত শ্মশ্রু এক বৃদ্ধ পাঠ করছেন গ্রন্থসাহেব :
"সাধো মন কা মান তিআগউ
কাম ক্রোধু সংগতি দুরজন কী তাতে অহিনিস ভাগউ ..."
কাম ক্রোধু সংগতি দুরজন কী তাতে অহিনিস ভাগউ ...''
জমির ফসলের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সুবাতাস
এই মাত্র চাঁদ উঠে ছাড়িয়ে দিল জ্যোৎস্না

তুলসীদাসের দোঁহায় রামের গুণগান করছিল যে শ্রমিকটি
তার কণ্ঠ এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে
রামচন্দ্রজী, তোমার ভক্তদের তুমি রক্ষা করলে না?
যারা অযোধ্যায় মসজিদ ভেঙে রামমন্দির বানাবার জন্য উন্মত্ত
তারাও কেউ এইসব মানুষদের বাঁচাতে আসবে না কোনোদিন
গুরু নানক, আপনি দেখলেন আপনার রক্তপিপাসু ভক্তদের
এই লীলা

গুরুজী, গুরুজী, আপনার নামে ওরা জয়ধ্বনি দিয়ে গেল?

জম্মু থেকে এই শনিবারই একটা বাস ছাড়লো
সকাল সাড়ে আটটায়, যাবে কাঠুয়া
ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, শোনা যাচ্ছে মিশ্র কলস্বর
মায়েরা সামলাচ্ছে বাচ্চাদের, এক কিশোরীর হাতে
জিলিপির ঠোঙা
জানলায় থুতনি-রাখা তার ছোট ভাইটির চোখে বিশ্বজোড়া
বিস্ময়

আকাশ আজ প্রসন্ন নীল, উপত্যকায় উড়ছে কুসুম রেণু
যাত্রীরা কেউ ফিরছে গ্রামের বাড়িতে, একজন যাচ্ছে বিয়ে
করতে
আপন মনে বাসটা যাচ্ছে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে
একটা বাঁক পেরুবার মুখেই বজ্রপাতের মতন বিস্ফোরণ
উড়ে গেল জিলিপির ঠোঙা ধরা কিশোরীর হাত

বালকটির ছিঁড়ে যাওয়া মুণ্ডুতে চোখ দুটো নেই
সন্তানকে বুকে জড়ানো জননী আর্ত চিৎকারেরও সময়
পেলেন না
কালো বোরখা পরা আর একটি রমণীর নিস্পন্দ শরীর
এই প্রথম উন্মুক্ত হলো প্রকাশ্যে
বলশালী পুরুষদেরও শেষ হয়ে গেল সব নিশ্বাস
মোট সতেরো জন, বাকিরাও মৃত্যুর অতি কাছাকাছি দগ্ধ
কেউ একজন যেন কৌতুক করে রেখে গিয়েছিল একটা
পেনসিল বোমা
সেই হত্যাকারী আল্লার সেবক, ধর্মের ঝাণ্ডা তোলার জন্য
রক্তনদী বইয়ে দিতেও দ্বিধা নেই
যারা প্রাণ দিল তারাও আল্লার সন্ততি
পাঁচ ওয়ক্ত নিত্য নামাজ পড়া দুই প্রৌঢ়ও নিস্তার পায়নি
এক মৌলবী সাহেবের ডান পা অদৃশ্য হয়ে গেছে
হায় আল্লা, হে খোদাতালা, হে খোদাতালা...

মনরোভিয়া, ডেট লাইন একত্রিশে অক্টোবর
কোথায় গেল সেই পাঁচজন আমেরিকান নান?
আজীবন ব্রতচারিণী, তার শরীর-মন নিবেদন করেছিল
যীশুকে
আর্তের সেবায় গিয়েছিল দেশ ছেড়ে অমন সুদূরে
কোথায় তারা? না, হারিয়ে যায়নি, পাওয়া গেছে পাঁচটি
শরীর
লাইবেরিয়ায় যুযুধান দু পক্ষের গোলাগুলির মাঝখানে পড়ে
ভূলুণ্ঠিত, বেআব্রু, রক্ত-কাদায় মাখামাখি
পরম করুণাময় যীশু কি সেই সময় চোখ বুজে ছিলেন?

বোসনিয়া-সারবিয়াতে শুরু হচ্ছে গ্যাস যুদ্ধ
এতকালের প্রতিবেশী, শুধু ধর্মভেদের জন্য এত ঘৃণা?
পশুরাও তো এমন ধর্মে বিশ্বাস করে না
মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের পুড়িয়ে মারছে যে বর্ণগর্বী হিন্দুরা
তারাই বাড়িতে বসে শ্লোক আওড়ায়, সব মানুষেরই মধ্যে
রয়েছেন নারায়ণ!

অন্য কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম, কলম সরছে না আমার
না, কবিতা আসছে না, ইচ্ছে করছে না ছন্দ মেলাতে
খবরের কাগজে, বেতারে, দূরদর্শনে শুধু মৃত্যুর নির্লিপ্ত ধ্বনি
অসহায় বিরক্তিতে ছটফট করছে আমার সমস্ত শরীর
ধর্মশাস্ত্রগুলির মহান বাণী টুকরো টুকরো মনে পড়ে, তাতে
আরও কষ্ট হয়

'হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর দণ্ড তব?'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ি, কয়েক পা গিয়েই মনে হয়
কোথায় যাচ্ছি?

কেন উঠলাম, কেনই বা ফিরে গিয়ে বসবো টেবিলে
কবিতা হবে না, তবু লিখে যাচ্ছি এই পঙক্তিগুলি
না, ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের জন্য নয়, উন্মাদ জল্লাদদের
জন্যও নয়

শুধু আগামী শতাব্দীর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া এই সামান্য
দীর্ঘশ্বাস

মানুষকে ভালোবাসা ছাড়া মানুষের আর কোনো ধর্মই থাকবে
না

তখন, তাই না?

এক বিশ্বব্যাপী একাকিত্বের মধ্যে

একজন মানুষ খোলা আকাশের নিচে
মঞ্চে ওঠার আগে
সিঁড়িতে থমকে দাঁড়িয়ে আপন মনে
বললো,
জিততে হবে, জয়টাই বড় কথা,
আর কিছুই কিছু না
তারপর বিজয়ীর ভূমিকায় অভিনেতার মতন
কাঁধের কার্নিস উঁচু করে
হাতে অদৃশ্য অস্ত্র, চোখে সেই অস্ত্রের রশ্মি
উঠতে লাগলো ওপরে
যদিও তলপেটে ক্ষণিকের জন্য একটা প্রজাপতি
হাঁটুতে দু'এক টুকরো ভয়, ওষ্ঠে অভ্যেসমতন অহংকার
জন-উপসাগরের সামনে দাঁড়িয়ে
আবার বিড়বিড় করলো সেই বীজ মন্ত্র
জয়ী হতে হবে
আর কিছুই কিছু না
তারপর দুকূলপ্লাবী অবিশ্বাস ও দখিনা বাতাসের মতন আশ্বাস
নিয়ে
কালো কালো অসংখ্য মাথাগুলির দিকে তাকিয়ে
সে উঁচিয়ে ধরলো তার তৃতীয় পা
কিছুটা দূরে একটি শিশু পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে
হিসি করছে
কেউ দেখছে না তাকে
কেউ জানে না, তাকে কক্ষনো জয় করা যাবে না
সে অপরাজেয়

একটা আয়নার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ
কিন্তু যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার নয়
চূড়ো চুল বাঁধা ও ধারালো অলংকার পরা
রমণীটি আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো
এ কী? এ কে?

ওটা একটা পাঁজির বিজ্ঞাপনের জাদু দর্পণ
কাঞ্জিভরম শাড়ী পরা যুবতীটি দেখলো এক
পাগলিনীকে
বাথরুমে অন্য কারণে গিয়ে একজন ও ও করে কাঁদলো
যে কখনো ভালোবাসে নি, সে কাতর হলো
ভালোবাসায়
একজন যোদ্ধা দেখতে পেল ভূমি ভর্তি ইঁদুরের গর্ত
একজন মহিলা বিচারক সহসা বন্দী হলো
গুপ্ত কক্ষের বিছানায়
কঠিন গারদে
এমনকি দু'একটি চন্দ্র তারকা হয়ে গেল
আধখানা নোখের যোগ্য
কোনো ষড়ৈশ্বর্যশালিনীর শিকলের ঝন ঝন শব্দ থেকে
ঝরে পড়লো
মর্চে পড়া অশ্রু
একটি স্তনবৃন্তের কম্পন যেন তার
আলাদা ইচ্ছে-অনিচ্ছের জীবন
যদিও মায়া আয়নায় এসব কিছুই নেই, সবই অলীক
শুধু রাত্রি জাগা দুঃস্বপ্ন
সেই রাত্রির জানলার ওপাশে যে রাস্তা
তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে
একটি ন্যাংটো বাচ্চা
সে-ই চোখ টানছে!

আসলে, পরেশের দাড়ি-না-কামানো থুতনিতে
ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে
একটা ঠোক্করই যথেষ্ট
তবে, গোরস্তানের পাশের থানায় গিয়ে
আগে জিজ্ঞেস করতে হবে
পায়ের নোখ ও ধুলো বিষয়ক খবরাখবর
পরেশ হঠাৎ ইসমাইল হয়ে যায় নি তো,
ছোটে মিঞা কিংবা ছোটে লাল
কি ইদানীং
বড়ে মিঞা কিংবা বড়ে লাল
পরেশের নাম হাবুল হওয়াও অস্বাভাবিক নয়
যার বুড়ো আঙুল অন্যের থুতনি ভোঁতা করার মতন
কিছু গুরুতর দায়িত্ব নিয়েছে
তার নামও শুধু বুড়ো হলে
আপত্তির কিছু নেই
রেল লাইনের পাশে একটা আলাদা জগৎ
যেখানে হাবুল খুঁজছে পরেশকে, কখনো

হাবুল শুয়ে থাকছে পিঠ উল্টে
কখনো পরেশ ঢুকে যাচ্ছে
শুকিয়ে যাওয়া খালের খুব নিচু গর্তে
আর ইসমাইলের হাঁ-করা মুখের মধ্যে বুলেট
শিশির মাখা ঘাসের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে
এগিয়ে যাচ্ছে একটি বহুরূপী
গিরগিটি
সে জানে, আবার পরেশ আসবে, আবার
হাবুল-ইসমাইল বুড়োদের খেলা
শুরু হবে একটু পরেই
ওদের কেউ সুতো ধরে টানছে, কত রঙের সুতো
মধ্য রাত্রির নিশুতি মাঠে ঐ সব খেলার মধ্যে হঠাৎ
থেমে গেল ট্রেন
ইঞ্জিনের জোরালো আলোয় ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতন
ফুটে উঠলো
ন্যাড়া মাথা একটি নেংটি বাচ্চা
তার ঠোঁটে পুঁচকে পুঁচকে হাসি ....

মৌমাছিরা মধু জমায় মানুষের জন্য
হাঁস-মুর্গীরা ডিম পাড়ে মানুষের জন্য
স্বয়ং ব্রহ্মাও পাঁঠা-গরু-ছাগলদের কোনো
সান্ত্বনা দিতে পারেন নি
পুকুরে শালুক ফুটছে মানুষের জন্য
পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসছে নদী মানুষের জন্য
ধুলোর মধ্যে খসে পড়া বীজ একদিন মহীরুহ হচ্ছে
মানুষের জন্য
মরুভূমি কাছে এগিয়ে আসছে মানুষের জন্য
বিন্নি ঘাস ও তলতা বাঁশ বুক পেতে দিচ্ছে
মানুষের জন্য
ধরিত্রী স্নেহচ্ছায় ফালা ফালা হচ্ছেন মানুষের জন্য
তবু একটি তীক্ষ্ণ স্বর, সব কিছু ঢেকে দেয়
একটি শিশুর কান্না
একটি কালো রঙের ব্রজের দুলাল যেন
তার ফোলা পেট থেকে ঠিকরে আসছে নাভি
পা দুটি ধনুকের জ্যা-এর মতন
বাঁকা
তার বুকে এক আকাশ জোড়া তৃষ্ণা
এক বসুন্ধরা জোড়া খিদে
তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে হাউই...

যারা ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান গড়েছিল
যারা সমুদ্রের বুকে নির্মাণ করেছিল সপ্ত মিশেলের টিলা
যারা শূন্যের পটভূমিকায় সাজিয়েছে তাজমহল
যারা সোনালি সেতু দিয়ে ছুঁয়েছিল দূরতর দ্বীপ
যারা হারমিটেজ সংগ্রহশালায় জাজ্বল্যমান করেছে
মানুষের
হৃদয় ও মনীষার শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি
যারা বাষ্পকে করেছে ভৃত্য, বিদ্যুৎকে আলাদীনের প্রদীপের
দৈত্য
যারা চাঁদের বুকে পা দিয়ে টেলিফোনে বার্তা পাঠিয়েছিল
পৃথিবীকে
যারা ভাঙতে চেয়েছিল দেশ-সীমার দেয়াল
তারা নিজের সন্তানদের আদর করতে করতে কোন ছবি দেখেছিল
আগামী কালের
গ্যালিলিও কি মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে ভেবেছিলেন
তাঁর উত্তর পুরুষেরা
রাজনীতির পাশা খেলোয়াড়দের ক্রীতদাস হবে
লুই পাস্তুর কি জানতেন পাগলা কুকুরে কামড়ানো
যে কিশোরটিকে তিনি বাঁচালেন
তাঁর জীবন-মরণ বাজি ধরা চেষ্টায়
সে অকারণে এক মুহূর্তে মরে যাবে একটি সৈনিকের
গুলির ফুৎকারে
সহস্র সূর্যের দীপ্তিতেও কি ওপেনহাইমার
দেখতে পান নি
সেই টলটলে পায়ে
হেঁটে যাওয়া শিশুটিকে .....
সমস্ত আগুন নিভে যাওয়ার পর আকাশ ছেয়ে আছে
ছাই রঙের অন্ধকারে
যেখানে প্রাসাদমালা ছিল সেখানে
একটি বিরাট দগদগে ঘা
যেখানে নদী ছিল সেখানে নদী নেই
যেখানে পাহাড় ছিল সেখানে নেই এক টুকরো পাথর
যেখানে ভালোবাসা ছিল, সেখানে দীর্ঘশ্বাসও শোনা যায় না
যারা জয় চেয়েছিল, তাদের কঙ্কালও মাটি পায় নি
যারা রূপ চেয়েছিল, যারা স্বপ্নে সৌধ গড়েছিল
যারা লড়েছিল মানুষে মানুষে সাম্যের জন্য,
যারা আরাধনা করেছিল অমরত্বের
যারা প্রতিদিন জল দিয়ে, স্নেহ-মমতায় বানিয়েছিল
ছোট ছোট সাংসারিক উদ্যান
তারা আজ কেউ নেই

পরাক্রমের প্রতিদ্বন্দ্বীরা একই সঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে
চরাচর জুড়ে এক নিবাত নিষ্কম্প নিস্তব্ধতা
তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি শিশু
সমস্ত ঘৃণা ও অবিশ্বাসের গরল মন্থন করে
সে ঠিক উঠে এসেছে আবার
এক বিশ্বব্যাপী একাকিত্বের মধ্যে সে হাঁটছে
আস্তে আস্তে পা ফেলে
তার শীত করছে
শুধু তার জন্যই আবার জাগতে হবে সূর্যকে।

নীরা, হারিয়ে যেও না

আমাদের ছিল প্রতিদিন জন্ম বদলের দিন
আকাশে ভাঙা কাচের টুকরোর মতন আলো
বিপরীত দিগন্ত থেকে প্রবাসিনীর মতন দ্বিধান্বিত পায়ে
এগিয়ে এলে তুমি
সমস্ত শরীরময় শ্বেত হংসীর পালক, গলায় গুঞ্জাফুলের মালা
আমি ভয় পেয়েছিলুম
তখন তো বেড়াতে আসার সময় নয়, অনেকেই যাচ্ছে নির্বাসনে
তখন হিংসেয় জ্বলছে শহর, মানুষের হাতের ছুরি গেঁথে যাচ্ছে
মানুষেরই বুকে
রাস্তায় বসে লাশের আগুনে পুড়িয়ে খাচ্ছে ধর্ম
রক্তবমির মতন ওগরাচ্ছে দেশপ্রেম
আমি চিলেকোঠায় বন্দী, তোমাকে চিনতে পারিনি
তারপর আমি একটা ছোট নোটবুক নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে গেলুম
নিবিড় নীলিমায়
তুমি তখন দক্ষিণেশ্বর ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে,
চোখের মণিতে নদী
নগরীতে প্রগাঢ় রাত্রির নির্জনতা, ঢং ঢং করে বাজছে
সমস্ত স্কুলের ঘণ্টা ....

আমাদের ছিল প্রতিদিন জন্ম বদলের দিন
মনে আছে, তুমি গুহা মানবীর মতন সহসা কৈশোর ছিঁড়ে
খুব ভোরবেলায় শীতের নরম রক্তিম সূর্যকে আলিঙ্গনে, আদরে
জড়ালে
হরি ঘোষ স্ট্রিটের কদমগাছটি থেকে তখন টুপটুপ করে
ঝরে পড়ছে হীরের কুচি
দিনের প্রথম তীক্ষ্ণ ট্রাম বলতে বলতে গেল, জাগো, জাগো
রিভলভিং স্টেজের মতন উল্টোপাল্টা এই দুপুর, এই মধ্যরাত, এই
সন্ধ্যা
আমি তখন গলা ফাটাচ্ছি মিছিলে, নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত
চতুর্দিকে লকলক করছে খিদে
আঃ সেই মায়াময়, ভিখিরির, যযাতির খিদে
কুম্ভীপাক নরকের মতন পেট মোচড়ানো খিদে

এক এক পলক দেখতে পাচ্ছি বারান্দায় ব্যাকুল মাতৃমূর্তি,
স্বপ্ন ছিল, দুনিয়ার সমস্ত মা-ই একদিন পাখির মতন চোখ
সব কুচো কুচো বাচ্চাদের ধোঁয়া-ওঠা ভাত
কলেজ স্ট্রিটের সেই বুলেট ও বিস্ফোরণ বেড়ে দেবে
তুমি বাস থেকে নামলে, তক্ষুনি সেই বাসে শুরু হলো
বারুদ উৎসব
এক দৌড়ে পার্কের রেলিং টপকে কে যেন দণ্ডির ভঙ্গিতে
ঘাসে মুখ গুঁজে। শুয়ে পড়লো

আমাদের ছিল প্রতিদিন জন্ম বদলের দিন
তুমি রমণী ছিলে, নীরা হলে
আমি দাঁড়ি-গোঁফ লাগিয়ে সাজলুম ওষুধ-গুদামের কেরানি
জুতোর স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে, রাস্তার মুচির কাছে বসেছি
উবু হয়ে
কেউ চিনতে পারছে না, পিঠের দিকে সবাই অচেনা
কখনো আমিই মুচি, সে পথচারি
কখনো আমিই রাস্তা, লোকে হেঁটে যাচ্ছে আমার
বুকের ওপর দিয়ে
কখনো আমি নীরবতা, আমিই অস্থির গর্জন
তুমি অন্ধ বৃদ্ধকে পয়সা দিলে, শিয়ালদার ঘড়িটি থেমে গেল
ট্রেন থেকে নেমে এত মানুষ দৌড়োচ্ছে, সবাই থমকে গেল
কয়েক মুহূর্ত
তারপরই ঝনঝন শব্দে শুরু হলো প্রচুর ভাঙাভাঙি
টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় পুলিশ কাঁদছে, চীনেরা ভাই-ভাই মানলো না
ইস্তাহারের ধাক্কায় রাস্তা খোঁড়া গর্তে ছিটকে পড়ে অনেকেরই
পা মচকে গেল
তিনটে জ্যান্ত ছানা মহানন্দে লুটোপুটি খাচ্ছে নর্দমায়
লাল চুলওয়ালা একদল সাহেব ফরাসী ক্যামেরায় তুলে নিয়ে গেল
সেই ছবি
তুমি পরীক্ষার হলে একা বসে রইলে, প্রশ্নপত্র এলো না
আমি নিচু হয়ে খুঁজছি ফুটো পকেটের বুচরো পয়সা
তুমি কুসুম সমারোহে গিয়ে পতাকার মতন উড়িয়ে দিলে আঁচল
আমি সারা সন্ধে শুয়ে রইলুম শ্মশানের পাশে।

আমাদের ছিল প্রতিদিন জন্ম বদলের দিন
সমস্ত ম্যাজিক দৃশ্যের ওপরেই এসে পড়ে শরীরের বিভা
কবিতার মধ্যে উঁকি মারে শরীর, কখনো তা ছায়া,
কখনো রক্ত মাংসের অবাধ্যতা

এক একবার দূরে যায়, এক একবার মুখোমুখি এসে বসে
কালিদাসের ভ্রমর ছুঁয়ে দিল তোমার স্ফুরিত ঠোঁট
ঘাস ফুল হয়ে আমি তোমার নাভিমূলে জিভ রাখি
মদিগ্লিয়ানির নারীর মতন তোমার স্তনবৃন্তে ঝলমল করে জ্যোৎস্না
একবার আমি শিশু, তুমি চিরকালের জননী
একবার তুমি অতি বালিকা, এক স্বৈরাচারী রাজা
চেয়েছে তোমাকে

সমুদ্র প্রবল ঢেউ তুলছে আকাশের দিকে
আকাশ নেমে আসছে পাতালে
যোনিপদ্মের ঘ্রাণ নিচ্ছে এক তান্ত্রিক
অদৃশ্য মহামায়া বলছে, আরো, আরো

ওঃ সেই খেলা, সেই হৃদয়ের উন্মোচন
কলঙ্ক বিছানায় লেখা হলো কত শত রতি-ইতিহাস
গলা জড়াজড়ি করে দু'জনে জানলার ধারে নির্বসন বসে থাকা,
গোধূলি কিংবা ভোর

আমার হাতে সিগারেট, তোমার চুলে হিরণ্ময় চিরুনি
ভুলে যাওয়া পৃথিবী ফিরে আসছে একটু একটু করে, অন্তরীক্ষে
মৃদু কণ্ঠস্বর

গোধূলি কিংবা ভোর, আকাশে বিন্দু বিন্দু সাত-রং জলের ফোঁটা
সেইদিকে তুমি চেয়ে রইলে, এখন কোথাও বিমান উড়ছে না
কীটসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তুমি আনমনে বকুনি দিলে নিউটনকে
তন্মুহূর্তে আমার আবার জন্মান্তর ঘটে গেল।

নীরা, আমাদের ভুল ভেঙে যায়, আমরা ফের বালি দিয়ে ছোট ছোট
দুঃখের ঘর বানাই
আমরা এখনো ন্যাংটো বাচ্চাদের মতন ছোটাছুটি করছি
সমুদ্র তীরে
মাঝে মাঝে কী চমৎকার আড়াল, শতাব্দীর ঝাউবন
আমি তোমাকে দেখতে পাই না, আমি তোমার নামে কলম
ডুবিয়েছি দোয়াতে
আমি তোমাকে ছুঁইনি, তুমি গর্বিনী হরিণীর মতন মিলিয়ে গেলে
পাহাড় প্রদেশে

এক একটা ঝড় এসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দিক চক্রবাল
জাদুদণ্ড ঘোরালেই স্বর্গ থেকে নেমে আসা বিদ্যুৎ লহরী
প্রোথিত হচ্ছে ভূমিতে

সব কিছুই শব্দের কাটাকুটি, পৃষ্ঠা উল্টে যাওয়া
করতলের আঁকিবুকি দেখে নিচ্ছি মাঝে মাঝে, সে-ও আমাকে দেখে
মিটিমিটি হাসছে

নীরা, তুমি সুদূরতম নৌকোয় একা, ছড়িয়ে দিয়েছো দুই ডানা
আমি দুরন্ত মেলট্রেনে বসে একটাও স্টেশনের নাম
পড়তে পারছি না

তুমি স্কুল কমিটির দলাদলি থেকে সরে গেলে দরজার আড়ালে
আমি দুপুরের পর দুপুর কাটিয়ে দিচ্ছি কাচ ঘেরা ঘরের চেয়ারে
অথচ কত নদী তীরের গাছের ছায়া খালি পড়ে আছে
যারা বিপ্লব এসে গেল বলেছিল, তারা লিখছে স্মৃতিকথা
আর যারা মুছে গেল, তারা বড় বেশিরকম মুছে গেল
লাল চুলওয়ালাদের ক্যামেরা এখনো ঘুরছে গলি-ঘুঁজির
আনাচে-কানাচে

কেউ আর ভালোবাসার কথা বলে না
মানুষের সভ্যতা ভালোবাসার কথা শুনলেই হাহা-হিহিতে ফেটে পড়ে
বাথরুমে মুখ ধুতে গিয়ে কেউ একা একা কাঁদে আর
জলের ঝাপটা দেয়
নীরা, আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে, হারিয়ে যেও না
অনেক জন্ম বদল বাকি আছে, হারিয়ে যেও না
নীরা, অমৃত খুকী, হারিয়ে যাস নি।

দুটি আহ্বান

ঠাণ্ডা ঘরে রিভলভিং চেয়ারে যে ধোপদুরস্ত মানুষটি
বসে আছে

টেবিলের নীচে তার খালি পা
গাঢ় ভুরু, কণ্ঠস্বরে প্রতিষ্ঠার স্ববিরোধ
চশমায় বিচ্ছুরিত ব্যক্তিত্ব, হাতের আঙুলে সিগারেট ধরার
অবহেলা

কেউ জানে না সকাল থেকে তার নিম্ন উদরে ধিকিধিকি ব্যথা
একটা আগুন, যা কিছুই পোড়ায় না, শুধু জ্বলে
একটা অন্যমনস্কতা, যা কোথাও যায় না, মনের চারপাশেই
ঘুর ঘুর করে

সে চোখ তুললে দু'জন আগন্তুক, তখনই সে শুনতে পেল
রাত্রির সমুদ্র-গর্জন!

সেদিন চাঁদ টেনেছিল সমুদ্রকে
সেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে লাফিয়ে উঠেছিল এক
উচ্চাকাঙ্ক্ষী ঝিনুক

বাতাসে পূর্বপুরুষদের দীর্ঘশ্বাসের রলরোল
আকাশ নেমে আসে খুব কাছাকাছি, কয়েক লহমার জন্য
তখনই একটা বিদ্যুতের হাত, এক ঝলকের তীব্র বাসনা
ছুঁড়ে দিল একটি মালা

ঢেউয়ের মাথায় দুলতে দুলতে দুলতে
আসবে কিংবা ফিরে যাবে, একবার গভীরে, একবার তীরের দিকে
কখনো দীপ্ত, কখনো অন্ধকারময়
কখনো কৈশোর স্মৃতি, কখনো সব হারানোর মতন রক্তিম....
বালির ওপরে অন্ধকারে বসে আছে এক বালির মূর্তি
একটু আগে প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে তাই মানুষেরা সব ছাদের নীচে
চলে গেছে

দিগন্ত শুধু একজনেরই জন্য
সিন্ধু সারসেরা টি টি ডাকছে
প্রেমের চেয়েও তীব্র, মাতৃস্নেহের মতন আদিম একটা টান
জীবন বদলের একটা মুহূর্ত
খিদে-তেষ্টা তুচ্ছ করা এক অধীর অপেক্ষা

সব কিছুই অন্য রকম হয়ে যেতে পারে, অন্য রকম, অন্য রকম
বালির স্তূপ ভেঙে উঠে দাঁড়ানো বোতাম ভাঙা শার্ট
আর ছেঁড়া চটি পরা, দাড়ি-না কামানো মুখ, একটি তেইশ বছর
সে কি বাল্মীকি না রত্নাকর এখনো
পেছন থেকে ভেসে আসছে তাদের ডাক, কারা তার জামা ধরে
টানছে

সে ছুটে যেতে গেল জলের দিকে
কোনো নারী তার সামনে দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়ালো না
তবু সে শেষ মুহূর্তে ঘুরে গেল অন্য দিকে
সমুদ্রের মালা মিলিয়ে গেল, হাওয়ায় উড়ে এলো একটি
খয়েরি খামের চিঠি...

সেই পাহাড়ের কোনো কৌলিন্য নেই
চূড়ায় নেই মন্দির, সানুদেশে নেই নিসর্গ লোভীদের
ব্যস্ততা
নাম-না-জানা বনের মধ্যে দিয়ে পায়ে হাঁটা সরু পথ
সেই পথ, সেই পাহাড় এতদিন তাকে ডেকেছিল
এমন ডাক আসে ঘুমের মধ্যে, এমন ডাক আসে আকস্মিক অপমানের
প্রতিশোধের মতন

কেউ বলেছিল কয়লা খনিতে কালো হয়ে এসো
কেউ বলেছিল, স্বর্ণকারের দোকানে গিয়ে ধুলো কুড়িয়ে আনো
কেউ বলেছিল চোখের জল দিয়ে ওষুধ বানাও
ভাঙো অরণ্য, বিষ মেশাও শিশুদের শরীরে
শব্দ ও অক্ষরের মধ্যে বুনে দাও চকচকে রুপোলি লোভ
নারীকে দেবীর আসন দাও, তারপর তার গর্ভপাত করো
বসো থেকো না, দৌড়োও, সবাই দৌড়োচ্ছে, পায়ে পা দিয়ে ফেলে দাও
সামনের জনকে

সেই রকম একদিন হঠাৎ সে নিমন্ত্রণ পেল
সবুজ শাওলায় ঢাকা লোমশ একটি পাথর অপেক্ষা করছে
তার জন্য

ঘোর অপরাহ্ণে তার জন্য প্রতীক্ষা করেছে
পাহাড়ে হেলান দেওয়া এক টিলা
অভিমুখী পথটিতে অনেক দিন কেউ যায় নি, তবু চিনতে
অসুবিধে নেই

দু'পাশের বন তুলসীর ঝাড়ে বাল্য প্রেমের সৌরভ
প্রথম কোনো স্তন স্পর্শের মতন কাঁপছে পৃথিবী
নভোলোকের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যাচ্ছে নিস্তব্ধতা
সেই পাথরের বেদী, একটি নিঃসঙ্গ শিমুল গাছ তাকে কিছু দেবে
যা অন্য কেউ পায় নি

সে জানে, সে জানে, সে ছুটে যাচ্ছে
তবু যাওয়া হলো না
জুতোর পেরেকে রক্তাক্ত হলো তার পা, সে বসে পড়লো মাটিতে

তখনই সে শুনতে পেল পাতা খেলানো বাঁশীর শব্দ
পা ক্ষত বিক্ষত হলে সামনে যাওয়া যায় না, পেছন ফেরা যায়
অনায়াসে

সেই বাঁশীর সুরে দুলতে লাগলো তার মাথা
সে কবে পোষা সাপ হয়ে গেছে সে নিজেই জানে না...

চেয়ারটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে, চোখ থেকে চশমা খুলে
সে বললো, এখন সময় নেই, ব্যস্ত আছি, ব্যস্ত আছি
খুব ব্যস্ত ....

□

রম্যরচনা

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET